ইউনিট: ১৩

অধিবেশন ১ : প্রতিফলন অনুশীলন কী ও কেন?

অধিবেশন ২ : প্রতিফলন অনুশীলনের প্রয়োগ কৌশল

অধিবেশন ৩ : সূক্ষ্ম প্রতিফলন অনুশীলন অভিজ্ঞতা

অধিবেশন ৪ : সূক্ষ্ম প্রতিফলন অভিজ্ঞতাকে শিখনে পরিণতকরণ

অধিবেশন ৫ : সূক্ষ্ম প্রতিফলনের সহায়ক পন্থা

অধিবেশন ৬ : সূক্ষ্ম প্রতিফলন অনুশীলন ও কর্ম সহায়ক গবেষণা

ইউনিট- ১৩ **অধিবেশন- ১**

প্রতিফলন অনুশীলন কী ও কেন?

ভূমিকা

প্রতিফলন হচ্ছে যে কোন শিক্ষা সংক্রান্ত বিষয়ের ক্ষেত্রে একটি বহুমুখী উৎস সম্বলিত প্রকৃত পদ্ধতিগত বিশ্লেষণ। এটি শিক্ষক ও শিক্ষার্থী উভয়ের জন্য তাদের অভিজ্ঞতাকে শক্তিশালী করা বা বাড়ানোর জন্য একটি অতি প্রয়োজনীয় পদ্ধতি। প্রতিফলন অনুশীলন বর্তমানে সমস্যা সমাধানের একটি প্রয়োজনীয় হাতিয়ার হিসেবে স্বীকৃত। এর ব্যবহারযোগ্যতা আরও প্রসারিত হয়ে যেকোন কাজ ভালোভাবে সম্পাদনে সহায়তা করতে পারে যদি এটা সার্থকভাবে ব্যবহৃত হয়। আলোচ্য অধিবেশনে প্রতিফলন অনুশীলন এবং শিক্ষণ-শিখনে এর গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা করা হবে।

উদ্দেশ্য

এই অধিবেশন শেষে আপনি-

- প্রতিফলন ও প্রতিফলন অনুশীলন এর সংজ্ঞা দিতে পারবেন।
- প্রতিফলন ও প্রতিফলন অনুশীলন এর ব্যাখ্যা প্রদান করতে পারবেন।
- প্রতিফলন অনুশীলনের প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা করতে পারবেন।

পর্বসমূহ

পর্ব- কঃ প্রতিফলন ও প্রতিফলন অনুশীলন

প্রিয় শিক্ষার্থী, নিম্নের বাক্যসমূহের মধ্যে যেগুলোকে প্রতিফলন অনুশীলনের সাথে সম্পর্কিত বলে মনে হবে তার জন্য ‘সঠিক’ ঘরে টিক (√) চিহ্ন দেবেন এবং যেগুলোকে প্রতিফলন অনুশীলনের সাথে সম্পর্কিত নয় বলে মনে হবে তার জন্য ‘সঠিক নয়’ ঘরে টিক (√) চিহ্ন দেবেন।

শিখন, মূল্যযাচাই ও প্রতিফলনমূলক অনুশীলন- ২

ক্রম.	উক্তি	সঠিক	সঠিক নয়
১.	প্রতিফলন অনুশীলন হচ্ছে অপরকে হুবহু অনুকরণ করা।		
২.	প্রতিফলন অনুশীলন হচ্ছে মুখস্তকৃত জ্ঞানকে কাজে লাগানো।		
৩.	প্রতিফলন অনুশীলন শ্রেণীকক্ষে প্রশ্নকরণের একটি কৌশল।		
৪.	প্রতিফলন অনুশীলন স্বীয় জিজ্ঞাসা থেকে উদ্ভূত হয়।		
৫.	প্রতিফলন অনুশীলন স্বীয় ও অপরের অভিজ্ঞতার ব্যাখ্যা ও কাজে লাগানোর একটি কৌশল।		
৬.	প্রতিফলন অনুশীলন অনুসন্ধানের উপর ভিত্তি করে হয়ে থাকে।		
৭.	প্রতিফলন অনুশীলন হচ্ছে শিক্ষণে স্বীয় সমস্যা সমাধানে পূর্ব অভিজ্ঞাতাকে কাজে লাগানোর প্রক্রিয়া।		
৮.	প্রতিফলন অনুশীলন হচ্ছে শিখনের একটি কার্যকরী কৌশল।		
৯.	প্রতিফলন অনুশীলনের মাধ্যমে আত্মোন্নয়ন ঘটানো যায়।		
১০.	প্রতিফলন অনুশীলন হচ্ছে স্বীয় অভিজ্ঞতাকে যাচাই করা এবং কাজে লাগানোর একটি সাধারণ কৌশল।		
১১.	প্রতিফলন অনুশীলন হচ্ছে শিক্ষক ও শিক্ষার্থী উভয়ের জন্য তাদের অভিজ্ঞতাকে শক্তিশালী করা বা বাড়ানোর জন্য একটি অতি প্রয়োজনীয় পদ্ধতি।		
১২.	প্রতিফলন অনুশীলন হচ্ছে সমস্যা সমাধানের একটি প্রয়োজনীয় হাতিয়ার।		

ক্রম.	উক্তি	সঠিক	সঠিক নয়
১৩.	প্রতিফলন অনুশীলন সার্থকভাবে ব্যবহার করার মাধ্যমে যে কোন কাজ ভালভাবে সম্পাদন সম্ভব হয়।		
১৪.	প্রতিফলন অনুশীলন বিভিন্ন মাত্রার হতে পারে।		
১৫.	প্রতিফলন অনুশীলন শুধু সহজ বিষয়ের জন্য প্রযোজ্য।		
১৬.	প্রতিফলন অনুশীলন অভিজ্ঞতার মাধ্যমে শিখনের সুযোগ সৃষ্টি করে।		
১৭.	প্রতিফলন অনুশীলন এমন একটি পদ্ধতি যা চিন্তা ও কাজের মধ্যে সমন্বয় সাধন বা যোগসূত্র তৈরি করে।		
১৮.	প্রতিফলন অনুশীলন সুনিয়ন্ত্রিতভাবে বিশেষ শিক্ষণ দক্ষতার বিকাশ সাধনে সহায়তা করে।		
১৯.	প্রতিফলন অনুশীলন পেশাগতগত উন্নয়নে ব্যক্তির কোন কাজকে সূক্ষ্মভাবে বিশ্লেষণ করে।		
২০.	প্রতিফলন অনুশীলন শিক্ষণ-শিখনের শৈল্পিক মূল্যায়ন করে।		
২১.	প্রতিফলন অনুশীলনের মাধ্যমে শ্রেণী পাঠদান অনুশীলনে বৈচিত্র্য আনা সম্ভব হয়।		

পর্ব- খঃ শিক্ষণ-শিখনে প্রতিফলন অনুশীলনের প্রয়োজনীয়তা

শিক্ষার্থী বন্ধু, প্রতিফলন অনুশীলন কেন প্রয়োজন? চিন্তা করুন এবং প্রতিফলন অনুশীলনের ২/৩টি প্রয়োজনীয়তার কথা লিখতে চেষ্টা করুন।

ইউনিট- ১৩ **অধিবেশন- ১**

মূল শিখনীয় বিষয়

প্রতিফলন অনুশীলন কী ও কেন?

ডোনাল্ড শন (Donald Schon) প্রতিফলন অনুশীলন বা Reflective Practice-এর ধারণাটি ১৯৮৭ সালে কোন নির্দিষ্ট বিষয়ে কারও দক্ষতা অর্জনের প্রক্রিয়া হিসেবে প্রথম ব্যবহার করেন। ডোনাল্ড শন প্রদত্ত সংজ্ঞা অনুযায়ী "Reflective Practice involves thoughtfully considering one's own experiences in applying knowledge to practice while being coached by professionals in the discipline" (Schon, 1996).

Schon প্রতিফলন অনুশীলনকে কোন বিষয়ে নবীন শিক্ষার্থী ও সফল শিক্ষকদের মধ্যকার অনুশীলন কাজের তুলনাকারক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন। তিনি বলেছেন যে, প্রতিফলন অনুশীলন বলতে একজন প্রশিক্ষকের সহায়তায় কারও জ্ঞানের প্রয়োগে চিন্তাপ্রসূত অভিজ্ঞতাকে বুঝায়।

Schon এর এ ধারণা প্রসারের পর এর উপর ভিত্তি করে অনেক বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয় এবং শিক্ষা বিভাগ শিক্ষকদের শিক্ষা ও পেশাগত দক্ষতা উন্নয়ন সংক্রান্ত বিভিন্ন কার্যক্রমের রূপরেখা প্রণয়ন শুরু করে। কোন কোন গবেষক মনে করেন যে, এ ধারণা জন ডিউই-এর দর্শনের সাথে সম্মিলিতভাবে প্রতিফলন অভিজ্ঞতাকে আরও বাস্তব ভিত্তিতে দাঁড় করিয়েছে।

Kane *et al,* ২০০৪ সালে প্রতিফলন অনুশীলনের জন্য একটি মডেল প্রতিষ্ঠা করেন। এই মডেলটি শিক্ষকদের পেশাগত মানোন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারে। নিচে এই মডেলটি উল্লেখ করা হল।

years

চিত্র: Kane *et al* এর প্রতিফলন অনুশীলনের মডেল।

প্রতিফলন (Reflection): শিক্ষাক্ষেত্রে প্রতিফলন হচ্ছে যে কোন শিক্ষা সংক্রান্ত বিষয়ের জন্য একটি বহুমুখী উৎস সম্বলিত প্রকৃত পদ্ধতিগত বিশ্লেষণ। "A multi-sourced, honest and systematic analysis of an educational event". (Mendeval's definition)

প্রতিফলন অনুশীলন: প্রতিফলন অনুশীলন কার্যকর শিক্ষা হিসেবে দীর্ঘসময় ধরে স্বীকৃত একটি কৌশল। প্রশিক্ষণকালীন সময়ে প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য এই কৌশল অবলম্বন অতি প্রয়োজনীয়।

- যেসব কাজ করা হয়ে গেছে সে গুলোকে ফিরে দেখা এবং সেখান থেকে প্রকৃত শিক্ষণীয় অংশ খুঁজে বের করা যাতে ভবিষ্যতে অভিজ্ঞতা হিসেবে কাজে লাগানো যায়।

- প্রশিক্ষক হিসেবে যা শেখা হয়েছে তা কি একজন স্বার্থক প্রশিক্ষক হওয়ার জন্য যথেষ্ট সহায়ক?
- এই বিষয়টি চিন্তা করতে হলে দেখতে হবে কীভাবে শিক্ষার্থীদের মধ্যে তথ্য প্রদান করা হয়েছে?
- শ্রেণীকক্ষে তাদের সাথে কী রকম আচরণ করা হয়েছে?

Facilitator হিসেবে কাজের সময় সহযোগিতা কতটুকু অর্থপূর্ণ ছিল ইত্যাদি বিষয়গুলো পেশাগত দক্ষতা উন্নয়নের জন্য বিশেষ প্রয়োজন।

পদার্থবিদ Edward Teller কোন একটি শিক্ষামূলক ওয়ার্কশপে বলেছেন যে, "You can be a good teacher because you know how to teach. You may be a good teacher because you know your subject. Both are very important but you must love your kids. Excite your students awaken their interests and make them follow it up. Turn them into life long learners."

"তুমি একজন ভালো শিক্ষক হতে পার কারণ তুমি জান কীভাবে শিখাতে হয়। তুমি হয়তো একজন ভালো শিক্ষক কারণ বিষয় সম্পর্কে তোমার জ্ঞান আছে। দু'টাই ভীষণ জরুরী। কিন্তু বিষয়ের উপর অবশ্যই তোমার ভালোবাসা থাকতে হবে এবং তা বাচ্চাদের মধ্যে স্থানান্তর করতে হবে। তোমার শিক্ষার্থীদেরকে আন্দোলিত কর, তাদের আগ্রহকে জাগরিত কর এবং তাদেরকে এগুলো ধরে রাখতে সহায়তা কর। সবশেষে তাদেরকে জীবন ব্যাপী শিক্ষার্থী হিসেবে গড়ে তোল"।

এই উক্তি থেকেই বোঝা যায় যে, শিক্ষা ক্ষেত্রে প্রতিফলন অনুশীলনের প্রয়োজন কতটুকু।

প্রতিফলন অনুশীলন শিক্ষক ও শিক্ষার্থী উভয়ের জন্য তাদের অভিজ্ঞতাকে শক্তিশালী করা বা বাড়ানোর জন্য একটি অতি প্রয়োজনীয় পদ্ধতি। প্রতিফলন অনুশীলন বর্তমানে সমস্যা সমাধানের একটি প্রয়োজনীয় হাতিয়ার হিসেবে স্বীকৃত এবং এটার ব্যবহারযোগ্যতা আরও প্রসারিত হয়ে যে কোন কাজ ভালোভাবে সম্পাদনে সহায়তা করতে পারে যদি এটা সার্থক ভাবে ব্যবহৃত হয়।

1*ERIC Digest (2000) Education Resources Information Center, ERIC Identifier: ED449120 Author: Ferraro, Joan. M, Source:ERIC Clearinghouse on Teaching and Teacher Education, Washington DC.

2*Schon,D.A (1996). Educating the reflective practitioner: Toward a new design for teaching and learning in the professionals. San Francisco:

**Source: Mentor Development and Evaluation of Languages Student-Teacher, Mendeval.

http://www.open.ac.uk/Mendeval/modile6/#reflective.

মূল্যায়ন

১। প্রতিফলন অনুশীলন কী এবং এর প্রয়োজনীয়তা কতটুকু?
২। শিক্ষণ-শিখনে প্রতিফলন অনুশীলনের গুরুত্ব বর্ণনা করুন।

ইউনিট- ১৩ **অধিবেশন- ১**

সম্ভাব্য উত্তর

পর্ব- ক

নিজে নিজে চেষ্টা করুন এবং সহপাঠীদের সাথে মিলিয়ে নিন। প্রয়োজনে টিউটরের সহায়তা নিন।

পর্ব- খ

প্রতিফলন অনুশীলনের প্রয়োজনীয়তাঃ

জ্ঞানের জগতে এমন অনেক জ্ঞান বা সম্পদ রয়েছে যা এখনও আবিষ্কারের অপেক্ষায়। তাই এই জ্ঞানের ভান্ডারকে আবিষ্কারের জন্য ভাগ করে নেয়া প্রত্যেকটি মানুষের অধিকার।

- যেসব কাজ করা হয়ে গেছে সেগুলোকে ফিরে দেখা এবং সেখান থেকে প্রকৃত শিক্ষণীয় অংশ খুজে বের করা যাতে ভবিষ্যতে অভিজ্ঞতা হিসেবে কাজে লাগানো যায়।
- প্রশিক্ষক হিসেবে যা শেখা হয়েছে তা কি একজন স্বার্থক প্রশিক্ষক হওয়ার জন্য যথেষ্ট সহায়ক? এ বিষয়টি চিন্তা করতে হলে দেখতে হবে কীভাবে শিক্ষার্থীদের মধ্যে তথ্য প্রদান করা হয়েছে, শ্রেণীকক্ষে তাদের সাথে কি রকম আচরণ করা হয়েছে, Facitilator হিসাবে কাজের সময় সহযোগিতা কতটুকু অর্থপূর্ণ ছিল ইত্যাদি বিষয়গুলো পেশাগত দক্ষতা উন্নয়নের জন্য বিশেষ প্রয়োজন।
- পূর্ব লব্ধ অভিজ্ঞতার আলোকে বর্তমান কোন সমস্যা সমাধানে প্রয়োগ করে সমাধানে পৌঁছানো যায়।
- শ্রেণী পাঠদানের ক্ষেত্রে শিক্ষণ তত্ত্বের প্রয়োগে বৈচিত্র্য আনয়ন করা যায়।
- প্রতিফলন অনুশীলনের মাধ্যমে শিক্ষক স্বীয় শিক্ষণের ধরন, রীতি ও দুর্বলতা সম্পর্কে গভীরভাবে উপলব্ধি করতে পারেন। প্রয়োজনে স্বীয় শিক্ষণের ধরন পরিবর্তন করতে পারেন।

ইউনিট- ১৩ **অধিবেশন- ২**

প্রতিফলন অনুশীলনের প্রয়োগ কৌশল

ভূমিকা

শিক্ষাতত্ত্ববিদগণ মনে করেন যে, শিখন কখনও প্রতিফলন ছাড়া সম্পূর্ন হয় না এবং প্রতিফলনের অভিজ্ঞতাই পরবর্তী শিখনের ভিত্তি যোগায়। শিক্ষণ-শিখন কার্যক্রমে শিক্ষার্থীরা যেখানে তাদের পেশাগত দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে এবং যেখানে সঠিক ও কার্যকরী শিখন মনে হয় সেখানে প্রতিফলন অনুঘটক হিসেবে কাজ করতে পারে। প্রতিফলন অনুশীলন একেবারে মৌলিক স্তর থেকে পরিস্থিতি সম্পর্কে বুঝতে ও বিশ্লেষণ করতে সাহায্য করে। এ ছাড়া কর্মক্ষেত্রের মধ্যে কোন একজনের নিজস্ব ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে সহায়তা করে। পূর্বের অধিবেশনে আমরা প্রতিফলন অনুশীলন এবং এর গুরুত্ব নিয়ে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছি। এ অধিবেশনে আমরা প্রতিফলন অনুশীলনের প্রয়োগ কৌশল নিয়ে আলোচনা করব।

উদ্দেশ্য

এই অধিবেশন শেষে আপনি-

১। শিক্ষণ-শিখনে প্রতিফলন অনুশীলনের প্রয়োগ কৌশল ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

২। আত্মমূল্যায়নের জন্য প্রতিফলন অনুশীলন উন্নয়নের পদ্ধতি বর্ণনা করতে পারবেন।

৩। আত্মমূল্যায়নের জন্য স্বীয় দুর্বলতা চিহ্নিত করার উপায় নির্দেশ করতে পারবেন।

পর্বসমূহ

পর্ব- কঃ শিক্ষণ-শিখনে প্রতিফলন অনুশীনের ধারণা ও প্রয়োগ কৌশল

প্রিয় শিক্ষার্থী, প্রতিফলন অনুশীলন হচ্ছে পিছনে ফিরে তাকানো, স্বীয় পেশাগত উন্নয়নে চিন্তা করা এবং উন্নতর চর্চা/রীতির অবতারণা করা। অনুশীলন প্রতিফলনের মূল কৌশল হল:

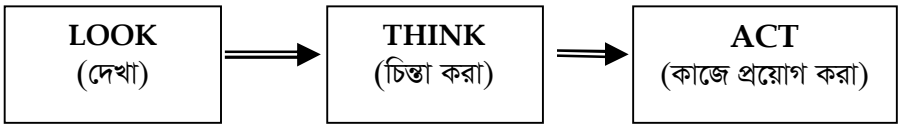

এক মিনিট চোখ বন্ধ করে নিজের শিক্ষা জীবনের আদর্শ শিক্ষকের কথা চিন্তা করুন যে, তিনি কী ধরনের টিচিং স্টাইল (শিক্ষাদান পদ্ধতি বা কৌশল) অনুসরণ করতেন। আপনার আদর্শ শিক্ষকের অণুকরণে আপনি কী ধরণের টিচিং স্টাইল অনুসরণ করেন তা লিখুন।

১।

২।

৩।

পর্ব- খ:আত্মমূল্যায়নের জন্য প্রতিফলন অনুশীলন উন্নয়ন

প্রিয় শিক্ষার্থী, আত্মমূল্যায়নের জন্য বিভিন্ন উপায় আছে। যেমন-নিজেকে নিজে মূল্যায়ন, শ্রেণীকক্ষে শিক্ষার্থীদের দ্বারা মূল্যায়ন, সহকর্মী কর্তৃক মূল্যায়ন, অভিভাবক কর্তৃক মূল্যায়ন ইত্যাদি।

স্বীয় পেশাগত দক্ষতা উন্নয়নের লক্ষ্যে একটি শ্রেণীপাঠদান সম্পন্ন করার পর আত্মমূল্যায়নের জন্য নিজেকে কী কী প্রশ্ন করবেন তার একটি নমুনা দেওয়া হলো। অবশিষ্ট ঘরগুলো অনুরূপভাবে পূরণ করতে চেষ্টা করুন।

১.আমি কি ক্লাসের জন্য যথেষ্ট প্রস্তুতি নিয়েছিলাম?
২.
৩.
৪.
৫.
৬.
৭.
৮.
৯.
১০.
১১.
১২.

ইউনিট- ১৩ **অধিবেশন- ২**

মূল শিখনীয় বিষয়
প্রতিফলন অনুশীলনের প্রয়োগ কৌশল

প্রতিফলন অনুশীলনের ধারণা এবং প্রয়োগ

প্রতিফলন অনুশীলন বিভিন্ন তত্ত্বের সাথে খাপ খাওয়ানোর জন্য এবং বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি পরীক্ষা করার জন্য বিশেষ পদ্ধতির যোগান দেয় যা উপরোক্ত কর্ম করতে শিক্ষার্থীদের উৎসাহিত করে। প্রকৃতপক্ষে প্রতিফলন ঘটে অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে যাতে আরও বিমূর্ত ধারণাকে বোঝার মতো মানসিক সামর্থ্য তৈরি হয় এবং নতুন সিদ্ধান্ত গ্রহণের মাধ্যমে কর্মে পরিবর্তন আনা যায়।

প্রতিফলন ব্যতীত পেশাগত উন্নয়ন খুব কম ঘটে থাকে। যদিও প্রতিফলন অনুশীলনের প্রয়োগ প্রকৃত পক্ষে শিক্ষামূলক দৃষ্টিভঙ্গির ভিত্তিতে বিকশিত হয়েছিল তথাপি Could and Taylor (1996) এর মতে, ব্যবস্থাপনা উন্নয়নমূলক সমস্যা সমাধানের জন্যও প্রতিফলন পদ্ধতির গুরুত্ব অপরিসীম। শিক্ষার্থীরা তাদের ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার ওপর যখন প্রতিফলন ঘটানো শুরু করবে; এমনকি সে পরিস্থিতিতে তারা তাদের দেখে সেগুলো অনুসরণ অথবা পুনরাবৃত্তি হয়েছে কিনা তার বিশ্লেষণও করবে। এই প্রতিফলন ও বিশ্লেষণের প্রক্রিয়া শনাক্তকরণের সময় মনোযোগের বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। এ থেকে প্রাপ্ত অভিজ্ঞতা শিক্ষার্থীদের জীবনে ও ক্যারিয়ারের অন্যান্য ক্ষেত্রেও প্রসারিত হতে পারে।

শিখন স্টাইল বা শিখন রীতি

একজন শিক্ষকের প্রতিফলন দেখা যাবে তার শিখন স্টাইল বা শিখন রীতিতে। শিখন ব্যাপারটিই মূলত: শেখার ও বোঝার বিষয়। তাই গভীর অনুসন্ধানের চেয়ে এর প্রাথমিক প্রক্রিয়া সম্পর্কে বোধগম্যতাই বেশি প্রয়োজন। শিখনের জন্য কোন একক ও সঠিক পথ যেমন নেই, তেমনি শিখনের জন্য কোন পদ্ধতিকেই খারাপ বলা যায় না। শিক্ষক যদি নিজে জ্ঞান সমৃদ্ধ হন, তবে যে কোন পদ্ধতি ব্যবহার করেই তিনি পাঠদান কার্যক্রমকে সার্থক করে তুলতে পারবেন। যদিও শিখন রীতি বা স্টাইল সম্পর্কে অনেক তত্ত্ব রয়েছে, তথাপি নিচের ৩টি রীতিকে মৌলিক শিখন রীতি হিসেবে গণ্য করা যায়। যেমন-

১) দৃশ্যমান শিখন রীতি: লিখিত তথ্য (যেমন: নোট, ডায়াগ্রাম ও ছবি ইত্যাদির মাধ্যমে শিখন)।

২) শ্রবনযোগ্য: বক্তব্য প্রধান (শিক্ষক বক্তৃতা দেন ও শিক্ষার্থীরা শোনে)।
৩) স্পর্শ গ্রাহ্য: স্পর্শ, চলাচল ও স্থান (অনুকরণ এবং অনুশীলন)

শিক্ষণ রীতি বা টিচিং স্টাইল

শিখনের মতো শিক্ষণের জন্যও কোন একক স্টাইল ব্যবহার না করে বিভিন্ন শিক্ষণ রীতি বা টিচিং স্টাইল ব্যবহার করা শ্রেয়।

নিচে Tony Grashon এর চারটি টিচিং স্টাইল এর উল্লেখ করা হলো :

১) **নিয়মানুগ কর্তৃপক্ষ (Formal Authority):** এ ধরনের শিক্ষণে শিক্ষার্থীদের সাথে শিক্ষকের সংশ্লিষ্টতা কম থাকে। তারা শিক্ষক-শিক্ষার্থী এমনকি শিক্ষার্থী-শিক্ষার্থীর সম্পর্কের প্রতিও উদাসীন থাকে। শিক্ষক শ্রেণীকক্ষে শিক্ষাদানের সময় শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ প্রয়োজন মনে করেন না।

২) **Facilitator (সাহায়তাকারী):** এ ধরনের শ্রেণীকক্ষে গ্রুপ ওয়ার্ক করানো হয়। শিক্ষার্থীরা সক্রিয় অংশগ্রহণ করে থাকে। শিক্ষার্থীরা নিজেরাই সমস্যা সমাধান করতে পারে।

৩) **Demonstrator (প্রদর্শক):** এ ক্ষেত্রে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের নতুন নতুন শিখনরীতি প্রদর্শন করতে উৎসাহিত করে।

৪) **Delegator (কর্মকর্তাগণ):** এ ক্ষেত্রে শিক্ষকগণ শ্রেণীকক্ষে কিছু শিক্ষার্থীর মধ্যে দায়িত্ব ও ক্ষমতা অর্পণ করে থাকেন যাতে শিক্ষার্থীরা নিজেরাই বিভিন্ন দলের প্রতিনিধি হয়ে যে কোন কাজ সম্পাদন করতে পারে। তবে সব ধরনের শিক্ষণ রীতিতেই (Teaching Style) মেটাফোর (Metaphores) ব্যবহারের দক্ষতা থাকতে হবে যা দিয়ে কোন বিমূর্ত বিষয় বা জিনিসকে মূর্ত বিষয়ের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করে তথ্য পরিবেশন করা হয়ে থাকে।

আত্মমূল্যায়নের জন্য প্রতিফলন অনুশীলন উন্নয়ন

প্রশিক্ষণার্থীরা তাদের পাঠদানের এর ফলপ্রসূ মূল্যায়নের জন্য সুশৃঙ্খল পদ্ধতি ও কৌশল তৈরি করতে শিখবে। সাধারণভাবে শিক্ষার্থীরা যদি তাদের কাঙ্ক্ষিত শিখন ফল অর্জিত হতে দেখে তবে মনে করে যে, একটি সার্থক ক্লাশ সম্পাদিত হয়েছে। তারা মূল্যায়নের উপর ভিত্তি করে প্রয়োজনবোধে নিজেকে উন্নয়নের চিন্তা করে এবং এটা স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় চলে। তবে

আত্মমূল্যায়নের বিষয়টি সমকক্ষ সহপাঠীদের (Peer) সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। স্বাধীনভাবে শিখন ও পর্যালোচনার জন্য উপায় বের করা আত্মমূল্যায়নের সাথে সংশ্লিষ্ট। প্রশিক্ষণার্থী শিক্ষক (Trainee Teacher) সহপাঠীকে তার নিজস্ব পাঠদান দক্ষতার ভিত্তিতে সহায়তার লক্ষ্যে মূল্যায়ন করবেন। প্রতিফলন অনুশীলন একটি তাত্ত্বিক ধারণা হিসেবে যাত্রা শুরু করে পাঠদান অনুশীলন এ পরিণতি পায়।

শিক্ষকগণ অন্তর্জ্ঞানবলে (Intuitively) যেসব পদ্ধতি ও কৌশল ব্যবহার করে থাকেন প্রতিফলন অনুশীলন তার একটা তাত্ত্বিক ভিত্তি নির্মাণ করে থাকে। এই প্রক্রিয়া শিক্ষকদের মধ্যে পেশাদারিত্ববোধ জাগিয়ে তুলতে সাহায্য করে। শিখন ডায়েরি ও এ সম্পর্কিত কাগজপত্র শিক্ষকদের কার্যকরী প্রতিফলন অনুশীলনে নিয়োজিত হতে সাহায্য করতে পারে।

বাস্তবায়ন ও প্রয়োগের কৌশল

- শিক্ষক প্রশিক্ষণের শুরু থেকে প্রশিক্ষণার্থীরা কাঠামোবদ্ধ ও ক্রমবর্ধমানভাবে প্রতিফলন অনুশীলন ও আত্মমূল্যায়নে নিয়োজিত হতে শিখে।
- পদ্ধতি বিষয়ক সেমিনার চলাকালীন সময়ে সমকক্ষ সহপাঠীদের (Peer) সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করার মাধ্যমে প্রতিফলন কৌশল বের হয়ে আসে। পাশাপাশি একটি অনুশীলন লগ ও ডায়েরি রাখে এবং তারা বিভিন্ন ইস্যু নিয়ে শিক্ষক, মেনটর (Mentor) ও সমকক্ষ সহপাঠীদের (Peer) সাথে আলোচনা করে।
- প্রশিক্ষণার্থীরা স্বমূল্যায়ন, টিচিং অগ্রগতি, পুনরাবৃত্তি ইস্যুগুলোকে শনাক্ত করার জন্য বিশেষ বৈশিষ্ট্য বেছে নিবে। শুরু থেকে যদি প্রশিক্ষণার্থীরা একবার কার্যকর পাঠদান অভিজ্ঞতা অর্জন করে তবে তারা প্রতিফলন অনুশীলনের উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারে। একইভাবে শিক্ষকগণও প্রতিফলন অনুশীলন করে তাদের পেশাগত দক্ষতা উন্নয়নে ব্রতী হতে পারেন।

আত্ম-উন্নয়নের জন্য প্রতিফলন কৌশলঃ কেস স্টাডি

কেস- ১: আবদুল মমিন, শিক্ষক, খুলনা

আমি একটি ডায়েরি রাখি। তাতে সপ্তাহে যা কিছু ভাল বা ভুলত্রুটি হয়েছে তা লিপিবদ্ধ করি। আমার নিজের দুর্বলতা সমন্ধেও নোট রাখি যাতে আমি তাড়াতাড়ি শিখতে পারি এবং আমার

অভ্যাস ও মনোভঙ্গির উন্নয়ন করতে পারি। আমি প্রতিদিন কোন কিছু লিখি না। কিন্তু সপ্তাহের শেষ আধঘণ্টা পেছনে ফিরে তাকাই। শ্রেণীকক্ষে আমার সকল অভিজ্ঞতা সম্পর্কে চিন্তা করি এবং এ থেকে আমি শিখন-শেখানো বিষয়ক অর্থ অনুসন্ধান করি।

কেস- ২: রিয়াজুল ইসলাম, শিক্ষক, রাজশাহী

অভিজ্ঞতা বিনিময় করার জন্য আমি আমার সহকর্মীদের সঙ্গে কথা বলতে পছন্দ করি। আমি প্রতি দু'সপ্তাহে ৩০ মিনিটের জন্য আমার কোন সহকর্মীর সাথে সাক্ষাৎ করি এবং শ্রেণীকক্ষগুলোতে কী হয়েছে সে সম্পর্কে আলাপ করি। অভিমত প্রকাশে সমান অংশগ্রহণ খুবই ভালো মনে করি এবং আমার সহকর্মীগণ প্রায়ই নতুন দিকের আভাস দেন এবং কী নতুন পদ্ধতিতে কাজ করলে উত্তম হবে তা অনুধাবনে সাহায্য করেন।

কেস- ৩: গোলাম রসুল, শিক্ষক, চট্রগ্রাম

প্রতিদিনের শেষে আমি তিনটি জিনিস লিখি- ১) যা আমি ভাল করেছি সে সম্পর্কে তিনটি ২) যা শিখলাম সে সম্পর্কে তিনটি এবং ৩) যে তিনটি জিনিস উন্নয়ন করতে হবে। আমার এ কর্মপদ্ধতি আমার নিজের অভিজ্ঞতা এবং আমার ভুলভ্রান্তি থেকে শিখতে আমাকে সাহায্য করে। প্রতিফলনমূলক চিন্তনের জন্য এটি আমার রেকর্ড হিসাবে কাজ করে।

কেস- ৪: হোসনে আরা বেগম, শিক্ষক, ঢাকা

ফলাবর্তনের জন্য আমি আমার শিক্ষার্থীদের প্রশ্ন করি। প্রথমে এটি একটি নতুন ধারণা ছিল কিন্তু এখন তারা এতে অভ্যস্ত হচ্ছে এবং শ্রেণীকক্ষে তারা কী উপভোগ করছে তা আমাকে বলছে। সেখানে আমার কাজই হচ্ছে তাদেরকে শিক্ষা দেওয়া । সুতরাং তারা যা সম্পন্ন করেছে সে সম্পর্কে আমি তাদের প্রতিক্রিয়া (Reflection) জানতে পছন্দ করি।

(কেস স্টাডি অংশটি টিকিউআই-সেপ কর্তৃক প্রধান শিক্ষকদের পেশাগত উন্নয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স এর প্রশিক্ষক ম্যানুয়েল থেকে সংকলিত)

মূল্যায়ন

১. শিক্ষণ-শিখনে প্রতিফলন অনুশীলনের ধারণা ও প্রয়োগ কৌশল ব্যাখ্যা করুন।

২. আত্মমূল্যায়নের জন্য প্রতিফলন অনুশীলন উন্নয়নের পদ্ধতি বর্ণনা করুন।

৩. আত্মমূল্যায়নের জন্য স্বীয় দুর্বলতা চিহ্নিত করার উপায়সমূহ নির্দেশ করুন।

সম্ভাব্য উত্তর

পর্ব- ক

মূল শিখনীয় বিষয় দ্রষ্টব্য

পর্ব- খ

আত্মমূল্যায়নের জন্য প্রশ্ন:

১। আমি কি ক্লাসের জন্য যথেষ্ট প্রস্তুতি নিয়েছিলাম?

২। আমি কি সকল শিক্ষার্থীর প্রতি সমানভাবে মনোযোগ প্রদান করতে পেরেছিলাম?

৩। আমার ব্যবহৃত পদ্ধতিটি কি শিক্ষার্থীদের সাথে যোগাযোগের জন্য যথপোযুক্ত ছিল?

৪। পাঠদান শেষে কি বস্তুনিষ্ঠভাবে পাঠের মূল্যায়ন করেছিলাম?

৫। সততার সাথে পাঠ পরিকল্পনাটি অনুসরণ করেছিলাম কি?

৬। পাঠদানের সময় শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে করা প্রশ্নগুলো কি মানসম্মত ছিল?

৭। আমি কি প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে প্রশংসাসূচক শব্দ ব্যবহার করেছিলাম?

৮। আমি কি সকলের কাজ ঠিকভাবে পর্যবেক্ষণ করেছিলাম?

৯। শ্রেণীকক্ষে শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে আমি কতটা সফলভাবে দায়িত্ব পালন করেছিলাম?

১০। অনুশীলনী পাঠদানের সময় শ্রেণীকক্ষে শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে আমি কতটা সফলভাবে দায়িত্ব পালন করেছি?

১১। কলেজের শ্রেণীকক্ষে পাঠদানের সময় আমি কি মনোযোগী থাকি?

ইউনিট- ১৩ **অধিবেশন- ৩**

সূক্ষ্ম প্রতিফলন অনুশীলন অভিজ্ঞতা

ভূমিকা

সূক্ষ্ম প্রতিফলন অনুশীলন হলো কোন কাজ করার পর কাজটার সার্বিক দিক পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ করা। সূক্ষ্ম প্রতিফলন অনুশীলন হলো শ্রেণী পাঠদান শেষে পাঠটির সফল দিক ও ব্যর্থতা নিয়ে আত্মবীক্ষণ করা। সূক্ষ্ম প্রতিফলন অনুশীলন হলো সতীর্থ শিক্ষার্থীর সবল দিক অনুসরণ ও সতীর্থ শিক্ষার্থীর চোখে দেখা নিজের ত্রুটি নিয়ে আলোচনা ও সংশোধনের উপায় বের করা এবং অনুশীলন করা।

উদ্দেশ্য

এই অধিবেশন শেষে আপনি-

- প্রতিফলন অনুশীলনে লিপিবদ্ধ বা রেকর্ডকৃত বিষয়ের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- প্রতিফলন অনুশীলন বিশ্লেষণের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

পর্বসমূহ

পর্ব-কঃ সূক্ষ্ম প্রতিফলন অনুশীলনে লিপিবদ্ধ বা রেকর্ডকৃত বিষয়ের গুরুত্ব

সূক্ষ্ম প্রতিফলন অনুশীলনের জন্য কতকগুলো বিষযের প্রতি খেয়াল রাখতে হবে। যেমন -

১। বিদ্যালয়ের শিক্ষণ ও শিখন পরিবেশ কেমন ছিল?

২। শ্রেণীকক্ষের শিক্ষণ-শিখন পরিবেশ কেমন ছিল?

৩। বিষয়ের সাথে কি উপকরণের সম্পৃক্ততা ছিল?

৪। পাঠের কোন পর্যায়ে শিক্ষা উপকরণ ব্যবহার করেছিলেন?

৫। উপকরণের ব্যবহার কি যথাযথ ছিল?

এরকম আরও কতকগুলো বিষয়ের উল্লেখ করুন যা সূক্ষ্ম প্রতিফলন অনুশীলনের জন্য খেয়াল রাখতে হবে।

১।

২।

৩।

পর্ব- খঃ প্রতিফলন অনুশীলন বিশ্লেষণের গুরুত্ব

প্রিয় শিক্ষার্থী, শিক্ষকের নিজস্ব দক্ষতা বৃদ্ধিতে নিজের পাঠকে নিজের সমালোচনা করতে হবে এবং সেই সাথে সতীর্থ/সহযোগী শিক্ষকের সমালোচনা গুরুত্বের সাথে গ্রহণ করতে হবে। আত্মবীক্ষণের জন্য নিম্নোক্ত প্রশ্নগুলো একজন শিক্ষকের নিজেকে করা উচিত:

১। যেভাবে পাঠের প্রস্তুতি নেয়া হয়েছিল সেটা ঠিকমত অনুসরণ করতে পেরেছি কি?

২। সবগুলো প্রশ্ন সঠিকভাবে করেছিলাম কি?

৩। প্রশ্ন করার গতি কি সাবলিল ছিল?

৪। প্রশ্ন করার পর শিক্ষার্থীকে চিন্তা করার যথেষ্ট সময় দিয়েছি কি?

৫। সঠিকভাবে উপকরণ ব্যবহার করতে পেরেছি কি?

এমন আর কি কি প্রশ্ন করা উচিত একজন শিক্ষকের আত্মবীক্ষণের জন্য তা নিচে খালি ঘরে লিখুন।

ইউনিট- ১৩ **অধিবেশন- ৩**

মূল শিখনীয় বিষয়

সূক্ষ্ম প্রতিফলন অনুশীলন অভিজ্ঞতা

প্রতিফলন অনুশীলন হচ্ছে এমন একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে একজন শিক্ষক তার শিক্ষণ দক্ষতা ও অভিজ্ঞতাগুলোকে আলোচনা, সমালোচনা ও মূল্যায়ন করে তার পাঠদানের উন্নয়ন ঘটাতে পারেন। প্রতিফলন অনুশীলনের মাধ্যমে একজন শিক্ষক বিভিন্ন দিক থেকে শিক্ষণের বিভিন্ন সমস্যা বা ত্রুটি সনাক্ত করতে স্বত:স্ফুর্তভাবে সক্ষম হন।

ডোনাল্ড সন (১৯৮৭) এর মতে, প্রতিফলন অনুশীলন হচ্ছে প্রশিক্ষণার্থী শিক্ষকের সমালোচনা ও প্রতিফলন ক্ষমতাকে বৃদ্ধি করার উপায়। তিনি বলেছেন, প্রতিফলন অনুশীলন হচ্ছে শিক্ষকতা পেশা গ্রহণকারী প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য এমন একটি উপায় যার ফলে একজন অনুশীলনী পাঠরত শিক্ষক তার অনুশীলনী পাঠকে আরেকজন শিক্ষক যিনি সফলভাবে পাঠ দিয়ে থাকেন তার সাথে নিজের পাঠের একটি তুলনামূলক দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তুলতে পারেন। অন্যভাবে বলা যায়, আলোচনার মাধ্যমে কোন বিশেষ ক্ষেত্রে পেশাদারী ব্যক্তির শিল্পদক্ষতা বা কর্মনৈপূণ্যকে পরিমার্জিত ও উন্নত করার প্রক্রিয়াকে অনুশীলনমূলক প্রতিফলন বলে। এটি নবীনদের সংশ্লিষ্ট পেশায় তার নিজস্ব অনুশীলন এবং সকল পেশাদার ব্যক্তিদের অনুশীলনের মধ্যে সঙ্গতিপূর্ণ বা উপযোগিতা মেনে নেয়ার একটি উপায় হিসেবে সুপারিশ করে। প্রতিফলনমূলক শিখন হল পরিকল্পিত শিক্ষণ অভিজ্ঞতা যা প্রকৃত শ্রেণীকক্ষের বাইরে পরিচালিত হয়।

সূক্ষ্ম প্রতিফলনমূলক শিক্ষক: পেশাগত মান উন্নয়ন ও দক্ষতা বৃদ্ধির অভীষ্ট উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে যে শিক্ষক শিক্ষণ শিখন প্রক্রিয়াভিত্তিক যে অনুশীলনে লিপ্ত হন তাকে প্রতিফলনমূলক শিক্ষক বলা হয়।

প্রতিফলন অনুশীলনকারীর বৈশিষ্ট্য: নিচে প্রতিফলনমূলক অনুশীলনকারীর বৈশিষ্ট্যসমূহ দেয়া হল-

- প্রতিফলনমূলক অনুশীলনকারী নিয়মিত ও স্বতঃস্ফুর্তভাবে শিক্ষণের উপর প্রতিফলন ঘটায় বা পূণর্বিবেচনা করে।
- শিখন কার্যের উৎকর্ষ সাধনের উপায় সম্পর্কে তাদের চিন্তাধারা আগ্রহ ও উৎফুল্লের সাথে আলোকপাত করে।
- শিক্ষণ-শিখন সংক্রান্ত তত্ত্ব ও অনুশীলন বিষয়ে অনুসন্ধান ও জিজ্ঞাসার মাধ্যমে শিক্ষক শিক্ষার্থীতে পরিণত হয়।
- প্রতিফলনমূলক অনুশীলনকারীর শিক্ষণ পদ্ধতি ও শিখন সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ বা পরিবর্তনের ফলাফলের দায়িত্ব গ্রহণ ও বিবেচনা করে।

প্রতিফলনমূলক অনুশীলনের প্রাথমিক সুবিধাভোগী হচ্ছেন শিক্ষক। শিক্ষক নিম্নোক্ত সুবিধাদি পেয়ে থাকেন:

১। শিক্ষক তার নিজস্ব শিক্ষণ কৌশল সম্পর্কে গভীরভাবে উপলব্ধি করতে পারেন।

২। শিক্ষক হিসেবে তার পেশাগত ও ব্যক্তিগত সফলতা অর্জনের সুযোগ পান।

৩। শিক্ষকের আদর্শসমূহের যথার্থতা যাচাই হয়।

৪। সুবিধাভোগী শিক্ষক গতানুগতিক শিক্ষণ পদ্ধতিকে মোকাবিলা করতে পারেন।

৫। শিক্ষক তার বিশ্লেষণী ক্ষমতার বিকাশ ঘটাতে পারেন।

৬। প্রতিফলনমুলক অনুশীলনে শিক্ষক তার শিখন পদ্ধতির পূর্ণ অনুশীলন করতে পারেন।

৭। শিক্ষার্থী কতটুকু শিখল এবং শিক্ষকের শিক্ষণ পদ্ধতিতে সন্তুষ্ট কিনা তা বুঝতে পারেন।

৮। এটি শিক্ষককে শিক্ষণ-শিখন প্রতিফলনের সুযোগ করে দেয়।

মূল্যায়ন

১। সূক্ষ্ম প্রতিফলন অনুশীলন বলতে কী বোঝায়?

২। সূক্ষ্ম প্রতিফলন অনুশীলনে লিপিবদ্ধ বা রেকর্ডকৃত বিষয়ের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করুন।

৩। সূক্ষ্ম প্রতিফলন অনুশীলন বিশ্লেষণের গুরুত্ব আলোচনা করুন।

ইউনিট- ১৩ **অধিবেশন- ৩**

সম্ভাব্য উত্তর

পর্ব- ক

১। তিনি কি সহজলভ্য উপকরণ দিয়ে পড়ান? বাস্তব জিনিস ব্যবহার করে থাকেন? শিক্ষক নিজস্ব উদ্ভাবনী শক্তি দিয়ে উপকরণ ব্যবহার করেন?

২। শিক্ষকের প্রশ্ন প্রক্ষেপণে কি নতুন কোন কৌশল ছিল? শিক্ষার্থীদের জন্য এটা কতটা আকর্ষণীয় ছিল? শিক্ষার্থীদের সাড়া দেবার ক্ষেত্রে কোন নতুনমাত্রা যোগ হয়েছিল কি?

৩। প্রশ্নের ধরন কেমন ছিল? তিনি কি সহজ প্রশ্ন থেকে ধীরে ধীরে চিন্তামূলক প্রশ্ন করেছেন? তিনি ক্লাসে কয়টি নিম্নমানের (Lower order) ও কয়টি উচ্চমানের (Higher order) প্রশ্ন করেন?

৪। প্রশ্নগুলি কি শিক্ষার্থীদের ব্রেইন স্টর্মিং করার জন্য যথার্থ ছিল?

৫। শিক্ষকের শ্রেণীতে আসন বিন্যাসের কোন সুযোগ ছিল কি?

৬। দল গঠনে শিক্ষকের কৌশলগুলো কী ছিল? দল গঠনে শিক্ষার্থীদের জন্য তার নির্দেশনা কি যথাযথ ছিল?

৭। শ্রেণী শৃঙ্খলা রক্ষার ক্ষেত্রে সেটা কীভাবে নিয়ন্ত্রণ করেন?

৮। কি ধরনের অংশগ্রহণমূলক কাজ তিনি শিক্ষার্থীদের দিয়েছেন?

৯। দলীয় কাজে প্রত্যেক দলকে নির্দেশনা দান বা কর্মপত্র সরবরাহ করেছেন কি? কর্মপত্রে লেখা বা চিত্র সুস্পষ্ট ছিল কি?

১০। দলগত কাজে সকল শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করেছে সেটা শিক্ষক নিশ্চিত হয়েছেন কীভাবে?

১১। শিক্ষার্থীদেরকে কীভাবে মূল্যায়ন করছেন?

১২। ক্লাসে প্রাসঙ্গিক গল্প বলতে বা উদাহরণ ব্যবহারে কতটা নিপুণ?

১৩। পাঠের সমাপ্তি টানতে শিক্ষকের দক্ষতা কেমন?

১৪। শ্রেণীতে কি কোন শিক্ষার্থীকে অবহেলা করেছেন বা কোন শিক্ষার্থীর বিশেষ চাহিদার প্রতি মনোযোগী ছিলেন কিনা?

১৫। শিক্ষার্থীদের শ্রেণী সাড়া ও পাঠের প্রতি মনোভাব কেমন ছিল?

১৬। শিক্ষকের বাচনভঙ্গি, উচ্চারণ ও কণ্ঠের স্বরগ্রাম কি যথাযথ ছিল?

পর্ব- খ

- উপকরণটি সবার কাছে সুস্পষ্ট ছিল কি?
- কর্মপত্রে দেয়া কাজটি শিক্ষার্থীরা সহজে বুঝতে পেরেছিল কি?
- গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট কি বোর্ডে লিখেছিলাম?
- বোর্ডের আকাঁ/লেখা সুস্পষ্ট ছিল কি?
- আমি কি স্বাভাবিক ছিলাম?
- আমি কি নার্ভাস/প্রাণবন্ত ছিলাম?
- আমি কি শ্রেণীর সবার সাথে দৃষ্টি যোগাযোগ রেখেছিলাম?
- আমি কি উপকরণ ব্যবহারে/উদাহরণ ব্যবহারে/শব্দ চয়নে জোর সচেতন ছিলাম?
- উচ্চারণের ব্যাপারে আমি কি সচেতন ছিলাম?
- আমি কথা বলার সময় প্রয়োজনীয় অঙ্গভঙ্গি করতে পেরেছি কি?
- আমি অহেতুক কোন শব্দ বা শারীরিক অঙ্গভঙ্গি করেছি কি?
- দলীয় কাজের সময় সকল দলকে কি সমানভাবে দৃষ্টি দিতে পেরেছি?
- আমি অধিক শিক্ষার্থীসম্পন্ন শ্রেণীতে নতুন কোন নিয়ম প্রয়োগে সফল হয়েছি কি?
- শিক্ষার্থীরা আমার প্রতি আস্থার মনোভাব প্রদর্শন করেছে কি?
- দল গঠনে আমি পারদর্শিতার ছাপ রেখেছি কি?
- শিক্ষার্থী মূল্যায়নে সফলতা প্রমাণে কী কী সূচক নির্ধারণ করেছিলাম? সেগুলো কি সংশ্লিষ্ট পাঠের জন্য সঠিক ছিল?
- নির্ধারিত সময়ে পাঠ সমাপনের ক্ষেত্রে পাঠের বিভিন্ন পর্যায়ের জন্য সময় ব্যবস্থাপনা কি যথাযথ ছিল?
- সতীর্থ শিক্ষকের/সহযোগী শিক্ষকের/তত্ত্বাবধায়ক শিক্ষকের সমালোচনাকে আমি কীভাবে গ্রহণ করব?
- সতীর্থ শিক্ষক/সহযোগী শিক্ষক/তত্ত্বাবধায়ক শিক্ষকের সাথে আলোচনা করে ক্লাস নিতে আমি বেশি স্বাচ্ছন্দ বোধ করি কি?
- সতীর্থ/সহযোগী/ তত্ত্বাবধায়ক শিক্ষকের হঠাৎ ক্লাসে উপস্থিতিকে আমি চ্যালেঞ্জ হিসেবে গণ্য করি কি?

- আমি কি শিক্ষার্থীদের ভাল কাজের জন্য যথাযথ প্রশংসা করেছি?
- শিক্ষার্থীদের চাহিদা সম্পর্কে কি আমি যথেষ্ট সচেতন ছিলাম?
- পাঠদান কাজের কোন কোন দিক আমি সফলতার সাথে করতে পেরেছি?
- কোন কোন দিকে সফল হতে পারিনি?
- কোন দিকটা আমার বেশি করে অনুশীলন করতে হবে?
- পাঠদানের বিষয়ভিত্তিক ঘাটতি আছে কি?
- বিষয়ভিত্তিক ঘাটতি পূরণে আমার কি করা উচিত?
- কোথা থেকে বিষয় সম্পর্কিত সাম্প্রতিক তথ্য সংগ্রহ করব?

ইউনিট- ১৩ **অধিবেশন- ৪**

সূক্ষ্ম প্রতিফলন অভিজ্ঞতাকে শিখনে পরিণতকরণ

ভূমিকা

সূক্ষ্ম প্রতিফলনের উদ্দেশ্য হল নিজের দুর্বলতাসমুহ চিহ্নিতপূর্বক তা সংশোধনের মাধ্যমে নিজেকে দক্ষ ও সূচারু রূপে গড়ে তোলা। শিক্ষক যদি সূক্ষ্ম প্রতিফলন অনুশীলনের মাধ্যমে তার চিহ্নিত ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলো স্থায়ীভাবে দূর করে অর্থাৎ ভুল-ত্রুটি থেকে অর্জিত অভিজ্ঞতাকে শিখনে পরিণত করে এবং নিজেকে আদর্শ শিক্ষক হিসেবে গড়ে তোলে তবেই কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জন করা সম্ভব। এই অধিবেশনে দুর্বল শিক্ষণ দক্ষতাগুলোকে পরিশীলনের জন্য অগ্রাধিকার ভিত্তিতে নির্বাচন করা হবে এবং উক্ত দুর্বলতাগুলো উন্নয়নে কী কী পদক্ষেপ গ্রহণ করা যায় সে বিষয়ে আলোচনা করা হবে।

উদ্দেশ্য

এই অধিবেশন শেষে আপনি-

- দুর্বল শিক্ষণ দক্ষতাগুলোকে পরিশীলনের জন্য অগ্রাধিকার ভিত্তিতে নির্বাচন করতে পারবেন।
- শনাক্তকৃত শিক্ষণ দক্ষতাসমূহ বিশ্লেষণপূর্বক এসব দক্ষতার পরিশীলনে কী কী ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন -তা উল্লেখ করতে পারবেন।

পর্বসমূহ

পর্ব- কঃ সূক্ষ্ম প্রতিফলন অনুশীলনে সনাক্তকৃত দুর্বল দিকগুলো কীভাবে পরিশীলনের জন্য নির্বাচিত হবে?

প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ,

পাঠদান অনুশীলনের সময় সনাক্তকৃত আপনার দুর্বল দিকগুলোর একটি তালিকা তৈরি করুন। তার মধ্যে কোন কোনটি আপনি পরিশীলনের জন্য অনুশীলন করবেন সেগুলো অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সাজান। এছাড়া পাঠদান অনুশীলনে আপনার কোন সমস্যার অভিজ্ঞতা শেয়ার করুন। কীভাবে সমস্যাটি এড়িয়ে যেতে সক্ষম হয়েছিলেন অথবা এর

সমাধান দিয়েছিলেন বা পরবর্তীতে সমাধান খুঁজেছিলেন- তার একটি বর্ণনা লিপিবদ্ধ করুন।

পর্ব- খঃ দুর্বল শিক্ষণ দক্ষতাগুলোর পরিশীলনে কী কী ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে?

শিক্ষার্থী বন্ধুরা,

আপনার দুর্বল শিক্ষণ দক্ষতাকে সবল শিক্ষণ দক্ষতায় পরিণতকরণে কী কী ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে তার জন্য নিচে একটি মাইন্ড ম্যাপ দেয়া হল। প্রশ্নবোধক চিহ্নের ঘরগুলির জন্য ব্যবস্থাপত্র লিখুন।

মাইন্ড ম্যাপ

ইউনিট- ১৩ **অধিবেশন- ৪**

মূল শিখনীয় বিষয়
সূক্ষ্ম প্রতিফলন অভিজ্ঞতাকে শিখনে পরিণতকরণ

সূক্ষ্ম প্রতিফলন অনুশীলনের সুবিধা

১। শ্রেণীর জন্য নির্ধারিত সময় বণ্টন ও ব্যবহারের দক্ষতার বিকাশ ঘটে।

২। প্রাসঙ্গিক ঘটনার অবতারণা, সঠিক শব্দ/বাক্য চয়ন ইত্যাদি শিক্ষণ দক্ষতার অনুশীলনে সুযোগ ঘটে।

৩। সহযোগী ও সতীর্থ শিক্ষকের সাথে আন্তরিকতাপূর্ণ সম্পর্ক গড়তে সহায়ক হয়।

৪। বাড়ির কাজে ফিডব্যাক কীভাবে করা দরকার সে ব্যাপারে সচেতনতা বাড়ে।

৫। শিক্ষক হিসাবে নিজকে বিশ্লেষণের সুযোগ তৈরি হয়।

৬। পাঠের সাথে উপকরণ সমন্বয়ের দক্ষতা বৃদ্ধির সুযোগ ঘটে।

৭। নিজস্ব শিক্ষণে বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করে দুর্বল দিকগুলো পরিশীলনের সুযোগ করে দেয়।

৮। নিজকে আরো কীভাবে ভাল শিক্ষক হিসাবে গড়ে তোলা যায় সে ব্যাপারে সচেতনতা বৃদ্ধি পায়।

৯। অন্যের সমালোচনাকে ইতিবাচক দৃষ্টিতে দেখার মনোভাব তৈরি হয়।

মূল্যায়ন

১। সূক্ষ্ম প্রতিফলন অনুশীলনের সুবিধাগুলো লিখুন।

২। সূক্ষ্ম প্রতিফলন অনুশীলনের মাধ্যমে চিহ্নিত দুর্বলতাসমূহ দূরীকরণে আপনার পরিকল্পনা প্রণয়ন করুন।

ইউনিট- ১৩ **অধিবেশন- ৪**

সম্ভাব্য উত্তর

পর্ব- ক

নিজে নিজে তৈরি করুন এবং সহপাঠীদের সাথে মিলিয়ে নিন।

পর্ব- খ

নিজে লিখুন। প্রয়োজনে টিউটরের সহায়তা নিন।

ইউনিট- ১৩ **অধিবেশন- ৫**

সূক্ষ্ম প্রতিফলনের সহায়ক পন্থা

ভূমিকা

শিক্ষকতার পূর্বে এবং শিক্ষকতাকালীন উভয় পর্যায়ে প্রতিফলমূলক অনুশীলনকে পেশাগত মানোন্নয়নে ও দক্ষতা বৃদ্ধির কাজে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। দক্ষতার উৎকর্ষ সাধনের জন্য প্রতিফলনমূলক অনুশীলনের বিভিন্ন পদ্ধতি ও কলাকৌশল প্রয়োগ করা হয়। এই অধিবেশনে সূক্ষ্ম প্রতিফলন অনুশীলনের বিভিন্ন পদ্ধতি ও কলাকৌশল নিয়ে আলোচনা করা হবে এবং এসব পদ্ধতি ও কলাকৌশল অনুসরণের জন্য কীভাবে শিক্ষকদের মধ্যে প্রেষণা জাগ্রত করা যায় সে বিষয়েও আলোকপাত করা হবে।

উদ্দেশ্য

এই অধিবেশন শেষে আপনি

- প্রতিফলন অনুশীলনের সহায়ক পদ্ধতি ও কলাকৌশলগুলো বর্ণনা করতে পারবেন।
- প্রতিফলন অনুশীলনের পদ্ধতি ও কলাকৌশলগুলো প্রয়োগের মাধ্যমে কীভাবে শিক্ষকদের পেশাগত উন্নয়ন সাধন করা যায় সে বিষয়ে মতামত দিতে করতে পারবেন।

পর্বসমূহ

পর্ব- কঃ সূক্ষ্ম প্রতিফলন অনুশীলনে সহায়ক উপায় বা পথ

প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ,

প্রথমে নিচের ডান পাশের বক্সটি সাদা কাগজ দিয়ে ঢেকে নিন। সূক্ষ্ম প্রতিফলন অনুশীলনের পদ্ধতি ও কলাকৌশলগুলো কী হতে পারে সে বিষয়ে একটু মাথা খাটান এবং নিচের ফাঁকা জায়গায় লিখুন। লেখা শেষ হলে কাগজটি সরিয়ে মিলিয়ে দেখুন আপনার ধারণা ঠিক আছে কি না।

---

১. নিয়মিত শিখন সাময়িকী অধ্যয়ন
২. স্বমূল্য যাচাইকরণ
৩. প্রতিফলনের জন্য নিয়মিত ডায়েরি লিখন ও অনুসরণ
৪. পোর্টফোলিও তৈরিকরণ
৫. আলোচনা
৬. সংলাপ বিনিময়/ মত বিনিময়
৭. বিশেষজ্ঞ/শিক্ষক প্রশিক্ষক/তত্ত্বাবধায়ক শিক্ষক কর্তৃক নির্দেশনা
৮. সতীর্থ শিক্ষণ পর্যবেক্ষণ
৯. সতীর্থ শিখন অভিজ্ঞতা বিনিময়
১০. কর্ম সহায়ক গবেষণা অনুসরণ, ইত্যাদি

পর্ব- খঃ প্রতিফলন অনুশীলনে প্রেষণা সৃষ্টির পন্থা

শিক্ষার্থী বন্ধুরা,

প্রফিলন অনুশীলনে প্রেষণা তৈরির জন্য কী কী ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে তার উপর একটু চিন্তা করুন এবং এ ব্যাপারে একটি পরিকল্পনার রূপরেখা প্রণয়ন করুন।

১।

২।

৩।

ইউনিট- ১৩ **অধিবেশন- ৫**

মূল শিখনীয় বিষয়

সূক্ষ্ম প্রতিফলনের সহায়ক পন্থা

প্রতিফলন অনুশীলন পদ্ধতি ও কলাকৌশলঃ শিক্ষকতার পূর্বে এবং শিক্ষকতাকালীন উভয় পর্যায়ে প্রতিফলনমূলক অনুশীলনকে পেশাগত মানোন্নয়নে ও দক্ষতা বৃদ্ধির কাজে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। দক্ষতার উৎকর্ষ সাধনের জন্য প্রতিফলনমূলক অনুশীলনের বিভিন্ন প্রকার পদ্ধতি ও কলাকৌশল প্রয়োগ করা হয়। নিম্নে এগুলো আলোচনা করা হলো-

- নিয়মিত শিখন সাময়িকী অধ্যয়ন
- স্বমূল্যযাচাইকরণ
- প্রতিফলনের জন্য নিয়মিত ডায়েরি লিখন ও অনুসরণ
- পোর্টফোলিও তৈরিকরণ
- আলোচনা
- সংলাপ বিনিময়/মত বিনিময়
- বিশেষজ্ঞ/শিক্ষক প্রশিক্ষক/তত্ত্বাবধায়ক শিক্ষক কর্তৃক নির্দেশনা
- সতীর্থ শিক্ষণ পর্যবেক্ষণ
- সতীর্থ শিখন অভিজ্ঞতা বিনিময়
- কর্ম সহায়ক গবেষণা অনুসরণ

১। **আলোচনাঃ** শ্রেণীকক্ষে একদল সতীর্থ শিক্ষক, সহযোগী শিক্ষক এবং পরিদর্শকের সঙ্গে মুক্ত, আলোচনার মাধ্যমে একজন নবীন শিক্ষক তার প্রস্তুতিমূলক কাজের উন্নত ধারণা গঠন করতে পারেন। উদ্দেশ্যমূলক ও বিষয়ভিত্তিক আলোচনার মাধ্যমে শিক্ষক তার মনোভাবের ইতিবাচক পরিবর্তন সাধন এবং উচ্চ পর্যায়ের চিন্তন ক্ষমতা অর্জন করতে সক্ষম হন। Dillon (১৯৮৪) এই আলোচনার একটি মানদন্ড

অনুসরণের কথা উল্লেখ করেছেন যা ব্যক্তির পেশাগত উন্নয়ন ও বিকাশের সহায়ক হয়ে থাকে।

- আলোচনায় অংশগ্রহণকারী সকলেরই যে কোন মতামত প্রদানে মুক্ত ও খোলামেলা হতে হবে।
- অন্যের প্রদত্ত মতামতকে সাদরে গ্রহণের মানিসকতা ও ইচ্ছা থাকতে হবে।
- উপস্থিত সকল মতামত বিচার বিচেনা ও যুক্তির মাধ্যমে গ্রহণ করতে হবে। এ ক্ষেত্রে আলোচনার বিভিন্ন দিক সূক্ষ্ম বিশ্লেষণের মাধ্যমে শিক্ষকের পেশাগত মান ও দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য সহায়ক বিষয়গুলো সম্পর্কে উপসংহার বা চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে হবে। শিক্ষণ-শিখন সংক্রান্ত ধারণা ও চর্চার পরিবর্তন সাধন ও উন্নয়ন নিশ্চিত করতে আলোচনার উপসংহার বা সারমর্মকরণ বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

২। **সংলাপ বিনিময়/সাক্ষাৎকার:** সমীক্ষা দল বা পেশাগত উন্নয়নের জন্য স্টাডি গ্রুপের মাধ্যমে শিক্ষক হিসেবে তার দায়িত্ব, কর্তব্য এবং শিক্ষণ চর্চা সংক্রান্ত চিন্তা-ভাবনা, অনুসন্ধানী ও বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিবর্গের সাথে নিয়মিত আলোচনা চালিয়ে শিক্ষণ সংক্রান্ত যে কোন বিষয়ে তাদের মনোভাব তৈরি এবং চিন্তার পরিপক্কতা আনয়নে যথেষ্ট সহায়ক ভূমিকা পালন করে। এর ফলে শ্রেণী শিক্ষণের বিভিন্ন ঘটনা ও পদ্ধতির বিকল্প উপায় অবলম্বনের সুযোগ সৃষ্টি হয় যা শিক্ষকদের কাজ ও শিক্ষার্থীর শিখনফলের সমন্বয় সাধন করে থাকে।

৩। **বিশেষজ্ঞ/শিক্ষক প্রশিক্ষক কর্তৃক নির্দেশনা (Coaching):** শিক্ষক প্রশিক্ষকগণ কার্যকর নির্দেশনার মাধ্যমে প্রশিক্ষণার্থী শিক্ষকের পাঠদান অনুশীলন কার্যের মনোন্নয়ন বা গুণগত মান নিশ্চিত করতে পারেন। এ জন্য তারা প্রশিক্ষণার্থীদের ব্যক্তিগত ইতিহাস পর্যালোচনা, তাদের দৈনন্দিন সংলাপ পর্যবেক্ষণ এবং ছোট ও বড় দলে আলোচনার সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে শিক্ষণ চর্চা সম্পর্কে প্রশ্ন করে প্রশিক্ষণার্থীদের প্রেষণা তৈরি করেন এবং চর্চার উত্তরোত্তর উন্নয়ন ঘটাতে পারেন।

৪। **সতীর্থ শিক্ষণ পর্যবেক্ষণ (Peer involvement):** কেটল ও মিলারস (১৯৯৬) তাদের পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে প্রমাণ করেন যে, সতীর্থ প্রতিফলন দলের প্রশিক্ষণার্থী শিক্ষকদের পেশাগত দক্ষতার বিকাশে বিশেষভাবে সহায়তা ও প্রেষণা দিয়ে থাকে। প্রশিক্ষণার্থী শিক্ষকগণ তাদের নিজেদের ক্লাস সতীর্থদের দ্বারা পর্যবেক্ষণ করাতে বিব্রতবোধ করেন না বরং বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তারা এটাতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেন। তাছাড়া তাৎক্ষণিক সহায়তা পাওয়ার ক্ষেত্রেও সতীর্থ শিক্ষক অনেক বেশি নির্ভরযোগ্য। সতীর্থ শিক্ষকদের চোখে নিজের ত্রুটি বা দুর্বলতাগুলোকে গ্রহণ করার ক্ষেত্রে তারা আলোচনা ও যুক্তি প্রদানে স্বতঃস্ফূর্ততা বোধ করে। ফলে পেশাগত উন্নয়নের জন্য সহযোগিতাপূর্ণ ও অংশগ্রহণমূলক অনুশীলন তাদের শিক্ষকতা পেশায় উন্নয়নের সামগ্রিক সহায়তা প্রদান করে থাকে।

৫। **সতীর্থ শিখন অভিজ্ঞতা:** চাকুরিরত প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য প্রতিফলনমূলক অনুশীলনের আর একটি রূপ হচ্ছে সতীর্থ শিক্ষণ পর্যবেক্ষণ। নিজের পাঠ সংক্রান্ত দুর্বলতাগুলো পরিশীলনের জন্য বা নিজের পেশাগত উন্নয়নের লক্ষ্যে বিশেষ কোন দক্ষতা অর্জনের জন্য সতীর্থ শিক্ষকের সাথে বসে আলোচনার মাধ্যমে একটি পরিকল্পনা করে এবং সতীর্থের ক্লাস পরিচালনা দেখেও প্রশিক্ষণার্থী শিক্ষক তার মানোন্নয়ন করতে পারেন। এটি একটি সম্মিলিত ও সহযোগিতামূলক প্রক্রিয়ার আদর্শ বা মানদন্ড গঠন করে যা তাদের শিক্ষকতা পেশাকে আজীবন সহায়তা দিয়ে থাকে। এ পদ্ধতিকে Uzat (১৯৯৮) আত্মক্ষমতা বৃদ্ধি (Self efficacy) হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

৬। **কর্ম সহায়ক গবেষণা (Action Research)**

কর্ম সহায়ক গবেষণার ক্ষেত্রে একজন শিক্ষক শ্রেণী পাঠ সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রশ্ন সনাক্ত করেন, প্রশ্ন সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহের জন্য শ্রেণীভিত্তিক উপায় অবলম্বনের পরিকল্পনা গ্রহণ করেন এবং পরিশেষে পর্যবেক্ষণ, অধ্যয়ন, অনুসন্ধানের মাধ্যমে সমস্যা সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ করেন। প্রাপ্ত তথ্যের বিশ্লেষণ

ও প্রতিফলন ঘটিয়ে বিষয়ভিত্তিক ও ঘটনা সম্পর্কিত ধারণা সমৃদ্ধশালী করেন এবং উপযুক্ত কর্মসূচি গ্রহণ করার পরামর্শ লাভ করেন।

একইভাবে একজন শিক্ষক তার শিক্ষণ পরিচালনার ক্ষেত্রে শ্রেণীতে সৃষ্ট বিভিন্ন সমস্যা, শিক্ষার্থীর ধারণা সংগঠনে সমস্যা, শিখন সমস্যা, বিষয়ভিত্তিক পারদর্শিতার অসামঞ্জস্য ইত্যাদি বিষয়গুলো প্রতিফলনে খুঁজে পান। শ্রেণীকক্ষের পাঠ সংক্রান্ত এ সকল সমস্যার প্রেক্ষিতে একজন শিক্ষক তার অভিজ্ঞতা প্রয়োগের সময় কর্ম সহায়ক গবেষণা পরিচালনা করতে পারেন।

কর্ম সহায়ক গবেষণার প্রধান বৈশিষ্ট্য হল- এটি একটি বাস্তব সমস্যাভিত্তিক এবং প্রকৃত শিখন ফল অর্জনযোগ্য গবেষণা। এর একটি সুনির্দিষ্ট এবং তাৎক্ষণিক ফলাফল থাকতে হবে যা সরাসরি শিক্ষকের নিজস্ব শিক্ষণ অনুশীলনের সাথে সম্পর্কযুক্ত। কর্ম অভিজ্ঞতাকে অধিক তাৎপর্যপূর্ণ করে তোলা এবং প্রতিফলন সামর্থ্যকে শক্তিশালীকরণের মাধ্যমে কর্ম সহায়ক গবেষণা শিক্ষকের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে যথেষ্ট অবদান রাখতে পারে।

মূল্যায়ন

১. প্রতিফলন অনুশীলনের পদ্ধতি ও কৌশলগুলো কী কী? কীভাবে এসব পদ্ধতি ও কলাকৌশল প্রয়োগ করে পেশাগত মানোন্নয়ন ত্বরান্বিত করা সম্ভব- আলোচনা করুন।

ইউনিট- ১৩ **অধিবেশন- ৫**

সম্ভাব্য উত্তরঃ

পর্ব- ক

১। আলোচনার মাধ্যমে।

২। শিক্ষক প্রশিক্ষক কর্তৃক নির্দেশনা।

৩। সতীর্থ শিক্ষকের পরামর্শ গ্রহণ।

৪। সতীর্থ শিক্ষকের ভাল ক্লাস পর্যবেক্ষণ করে।

৫। অভিজ্ঞ শিক্ষকের পরামর্শ নিয়ে বা তাদের ক্লাস পর্যবেক্ষণ করে।

৬। কর্ম সহায়ক গবেষণার মাধ্যমে।

পর্ব- খ

নিজে নিজে চেষ্টা করুন। প্রয়োজনে টিউটরের সহায়তা নিন।

ইউনিট- ১৩ **অধিবেশন- ৬**

সূক্ষ্ম প্রতিফলন অনুশীলন ও কর্ম সহায়ক গবেষণা

ভূমিকা

আমাদের দেশে স্বাধীনতার পর থেকে এখন পর্যন্ত যে ধরনের আর্থ-সামাজিক অবস্থা বিদ্যমান তাতে আমরা জানি বিদ্যালয়ের শিক্ষক মূলত শ্রেণীকক্ষ পাঠদান এবং শিক্ষার্থীর বিষয়ভিত্তিক ও শ্রেণীভিত্তিক ফলাফল নিয়ে ব্যস্ত থাকেন। অবশ্য এর অনেকগুলো কারণ রয়েছে অর্থনৈতিক অচলাবস্থা, সামাজিক অস্থিরতা, জনসংখ্যার আধিক্য ইত্যাদি কারণে বিদ্যালয় পর্যায়ের শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষক কখনো শ্রেণীকক্ষ গবেষণার প্রতি উদ্বুদ্ধ হন না। আজ এই অচলাবস্থা থেকে বেরিয়ে আসার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নতি, শিক্ষার্থীর দৈহিক, মানসিক অগ্রগতির সাথে শিক্ষাক্ষেত্রের উন্নতির কী ধরনের সম্পর্কে রয়েছে তা শ্রেণী শিক্ষকই সবচেয়ে বেশি কার্যকরভাবে চিহ্নিত করতে পারবেন। এই অধিবেশনে সূক্ষ্ম প্রতিফলন অনুশীলন ও কর্ম সহায়ক গবেষণার মধ্যে তুলনামূলক সম্পর্ক নির্ণয় করা হবে।

উদ্দেশ্য

এই অধিবেশন শেষে আপনি-

- সূক্ষ্ম প্রতিফলন এর ধাপ ও কর্ম সহায়ক গবেষণার ধাপগুলো বর্ণনা করতে পারবেন।
- সূক্ষ্ম প্রতিফলন ও কর্ম সহায়ক গবেষণার ধাপগুলোর মধ্যে তুলনামূলক সম্পর্ক নির্ণয় করতে পারবেন।

পর্বসমূহ

পর্ব- কঃ সূক্ষ্ম প্রতিফলন অনুশীলনের বিভিন্ন ধাপ

প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ,

সূক্ষ্ম প্রতিফলন অনুশীলন নিয়ে আগের কয়েকটি অধিবেশনে আলোচনা হয়েছে। সে আলোচনার প্রেক্ষিতে একটু চিন্তা করুন যে, সূক্ষ্ম প্রতিফলন অনুশীলনের প্রক্রিয়াগুলো কী হতে পারে তা নিচের খালি জায়গায় লিখুন।

পর্ব- খঃ কর্ম সহায়ক গবেষণার ধাপসমূহ

শিক্ষার্থী বন্ধুরা,

কোন দেশের বিদ্যালয়ভিত্তিক আনুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থা সাধারণত যে সমস্ত উপাংশ নিয়ে গঠিত তার কোন একটি নিয়ে স্থানীয়ভাবে একটি কার্যোপযোগী গবেষণা কাজ পরিচালিত হতে পারে। বিদ্যালয় ভিত্তিক গবেষণার সম্ভাব্য ক্ষেত্রসমূহ-

- বিদ্যালয় ভিত্তিক শিক্ষাক্রম বিস্তরণ
- পেশাগত উন্নয়ন
- বিদ্যালয় উন্নয়ন সংক্রান্ত প্রোগ্রাম
- ব্যবস্থা সংক্রান্ত পরিকল্পনা

- ❖ পদ্ধতি উন্নয়ন
- ❖ শ্রেণীকক্ষে পাঠ উপস্থাপন পদ্ধতি
- ❖ শিক্ষার্থীদের শিখন প্রক্রিয়া

উপরের সম্ভাব্য ক্ষেত্রসমূহ থেকে কর্ম সহায়ক গবেষণার জন্য যদি কোন ক্ষেত্রকে বেছে নিতে বলা হয় তাহলে আপনি কোন ক্ষেত্রকে বেছে নেবেন? সেই ক্ষেত্র নিয়ে গবেষণা করতে গেলে কী কী প্রক্রিয়া বা ধাপে কাজটি করবেন? নিচের খালি ঘরে লিখুন।

ইউনিট- ১৩ **অধিবেশন- ৬**

মূল শিখনীয় বিষয়

সূক্ষ্ম প্রতিফলন অনুশীলন ও কর্মসহায়ক গবেষণা

প্রতিফলন শিখন চক্র: প্রতিফলন অনুশীলনের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে কোন শিক্ষণ-শিখন পরিস্থিতির চরম উন্নতি সাধন করা। এটি শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিগত ও দলীয়ভাবে শিক্ষণ শিখন প্রক্রিয়ায় উদ্ভূত প্রতিকূল প্ররিস্থিতি অনুধাবন এবং বাস্তব ধারণা গঠন ও গভীর জ্ঞান অর্জনের বিকল্প উপায় অবলম্বনে সহায়তা দিয়ে থাকে। কোন নতুন ধারণা ও অনুমানকে পর্যায়ক্রমে প্রতিফলন ও অনুশীলনের মাধ্যমে পরিশুদ্ধ করা হয়। এ প্রক্রিয়া একটি চক্রাকার কার্য সাধন প্রণালীর সৃষ্টি করে যাকে প্রতিফলন শিখন চক্র বলে।

প্রতিফলনের প্রকৃতি সম্পর্কে শন (Schon) আমাদের চিন্তাধারাকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছে। তিনি প্রতিফলনের দুইটি ভিন্নতর দিকের কথা উল্লেখ করেছেন। যথা-

১। কর্মের উপর প্রতিফলন (Reflection on action)
২। কর্মে প্রতিফলন (Reflection in action)

১। **কর্মের উপর প্রতিফলন:** কর্মের উপর প্রতিফলন বলতে কোন বিশেষ পদ্ধতি ও কৌশলের উপর নির্ভর করে কোন কাজ করার পর তা সূক্ষ্মভাবে বিশ্লেষণ সাপেক্ষে পর্যবেক্ষণ এবং তার কার্যকারিতা বা দুর্বলতা সম্পর্কে নিজের মনে প্রতিফলন ঘটানো বা ফিডব্যাক প্রদান করাকে বুঝায়।

কোন শিক্ষণ-শিখন প্রক্রিয়ার চিহ্নিত সফলতা ও ব্যর্থতার কারণ অনুসন্ধান ও বিশ্লেষণ করে পরবর্তী পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয় এবং শিক্ষণ-শিখনের উত্তরোত্তর উন্নয়ন ও উৎকর্ষ সাধনের চেষ্টা করা হয়। কর্মের উপর প্রতিফলন ঘটিয়ে অনুশীলনকারী তার নিজস্ব দক্ষতা সম্পর্কে সচেতন হন এবং নিজের সবল এবং দুর্বল দিকগুলো সনাক্ত করে তা দূরীকরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে সক্ষম হন।

২। **কর্মে প্রতিফলন:** শিক্ষণ-শিখন সংক্রান্ত যে কোন তত্ত্বীয় বা তথ্যগত জ্ঞান বা অর্জিত ধারণাকে কর্মক্ষেত্রে বাস্তবায়িত করার প্রচেষ্টাকে কর্মে প্রতিফলন বলা হয়। অর্থাৎ

প্রতিফলনমূলক অনুশীলনকারী তার পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য জ্ঞান দক্ষতা বাস্তব পরিস্থিতিতে শিক্ষণ শিখন কার্যে প্রয়োগ করার চেষ্টা করার প্রক্রিয়াই হল কর্মে প্রতিফলন।

কর্মের উপর প্রতিফলন এবং কর্মে প্রতিফলন দুটি পর্যায়ই ধারাবাহিক ও নিরবচ্ছিন্নভাবে প্রতিফলনমূলক অনুশীলনে ব্যবহৃত হয় এবং একে অপরের পরিপূরক হিসেবে কাজ করে থাকে।

উভয় প্রকার প্রতিফলনই হচ্ছে প্রতিফলনমূলক অনুশীলনের কেন্দ্রবিন্দু। প্রতিফলনমূলক শিখন চক্রের একটি কাঠামো নিচে আলোচনা করা হল:

১। বর্ণনা (Description)
২। অনুভূতি (Feelings)
৩। মূল্যায়ন (Evaluation)
৪। বিশ্লেষণ (Analysis)
৫। উপসংহার (Conclusion)
৬। কর্মপরিকল্পনা (Action taken)।

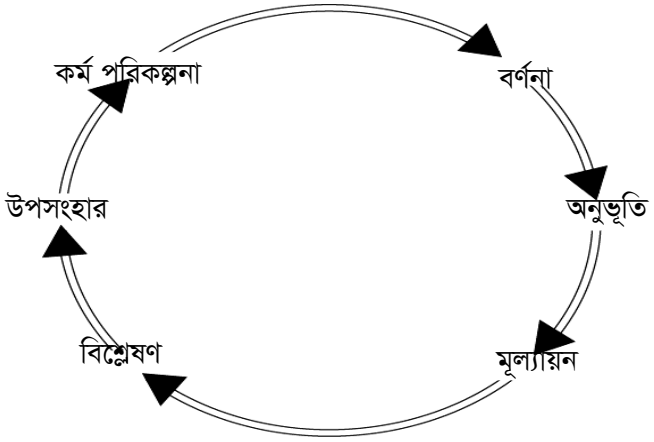

উপরোক্ত চক্রের ব্যাখ্যা হল:

বর্ণনা: এখানে শিক্ষণ অভিজ্ঞতার বিবরণ বা বর্ণনা থাকে। প্রশিক্ষণার্থী শিক্ষকগণ তাদের দৈনন্দিন অনুশীলনী পাঠদান থেকে তাদের পাঠদানের বিশেষ প্রতিফলন বিস্তারিতভাবে ডায়েরিতে লিখে রাখেন।

অনুভূতি: পাঠদানের পর প্রশিক্ষণার্থীর শিক্ষণ সম্পর্কিত অনুভূতি কেমন সেটা ব্যক্ত করা হয়।

মূল্যায়ন: কেন পাঠদানে শিক্ষণ-শিখন কৌশলে ব্যত্যয় ঘটেছিল; বিকল্প পদ্ধতি হিসাবে শিক্ষক আর কি পথ /উপায় অবলম্বন করতে পারতেন; এতে কী কী সুবিধা বা ফল পাওয়া যেত; কী কী অসুবিধা হতে পারে- সেটা দেখা হয়।

বিশ্লেষণ: শিক্ষণ-শিখন সংশ্লিষ্ট কি কি অভিজ্ঞতা অর্জিত হল সেটা পর্যালোচনা করে দেখা হয়।

উপসংহার: বিশ্লেষণ ও মূল্যায়নের পর কি কি পদক্ষেপ পরবর্তিতে নেয়া যাবে সেই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে হয়।

কর্মসহায়ক গবেষণা: প্রশিক্ষণার্থী শিক্ষক বা শ্রেণী শিক্ষক নিজস্ব সিদ্ধান্ত অনুযায়ী/বা সতীর্থদের সাথে নিয়ে একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করবেন এবং সে অনুযায়ী কাজ করবেন।

পিটার্স (১৯৯১) প্রতিফলন অনুশীলনকে নিম্নোক্তভাবে ব্যাখ্যা করেন। সংক্ষেপে এটি DATA নামে অভিহিত। এখানে D= description, A = analysis, T = theorize, A= act.

বর্ণনা: প্রশিক্ষণকার্যে যে দক্ষতার উৎকর্ষ সাধন করতে চান সে সংক্রান্ত বিষয়ের বা দক্ষতার বর্ণনা প্রদান। এখানে শিক্ষক কেন তার দক্ষতার উন্নয়ন ঘটাতে চান বা পরিবর্তন আনতে চান তার ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়।

বিশ্লেষণ: প্রশিক্ষণার্থী শিক্ষক শিক্ষণে কেন দক্ষতামূলক ত্রুটি হয় তার অন্তর্নিহিত কারণ চিহ্নিত করেন ও তা বিশ্লেষণ করতে সচেষ্ট হন।

মতবাদ গঠন: শিক্ষক তার সনাক্তকৃত ত্রুটি নিরসনের জন্য বিভিন্নভাবে প্রাপ্ত বা নিজস্ব চিন্তন থেকে উদ্ভাবিত উপায় অনুযায়ী প্রাপ্ত পদ্ধতি বা অনুসরণ করেন এবং সে উদ্ভাবিত উপায় সাফল্যজনকভাবে কার্যকরী হবে ধরে নেয়া হয়। এটিকেই সেই কাঙ্ক্ষিত শিক্ষণ দক্ষতা বলে ধরে নেয়া হয়।

কার্য সম্পাদন: এ পর্যায়ে শিক্ষক তার উদ্ভাবিত বা প্রাপ্ত নতুন শিক্ষণ দক্ষতা কাজে লাগান এবং উৎকর্ষ সাধনের চেষ্টা করেন। এ পর্যায়ে পূর্ব অনুসৃত পদ্ধতি এবং সমর্থনযোগ্য তত্ত্ব বা পদ্ধতির মধ্যে বিরাজমান ঘাটতি বা ত্রুটিসমূহ কমিয়ে আনা হয়। এটা নিশ্চিত করা যায় বারবার প্রয়োগ, বিশ্লেষণ ও প্রতিফলনের মাধ্যমে।

কর্ম সহায়ক গবেষণা: কর্ম সহায়ক গবেষণা হচ্ছে বিশেষ ধরনের গবেষণা যার মাধ্যমে গবেষক প্রতিষ্ঠানে কাজ চলাকালীন উদ্ভূত সমস্যা শনাক্ত করে তার সম্ভাব্য সমাধানের পরামর্শ দিয়ে কাজের পরিবেশ উন্নয়ন করার মাধ্যমে কাজকে গতিশীল ও সার্থক করতে সহায়তা করে থাকেন।

শিক্ষাক্ষেত্রে কর্মসহায়ক গবেষণার উদ্দেশ্য হচ্ছে শিক্ষণ-শিখন পরিবেশের সমস্যাগুলো চিহ্নিত করে গবেষণার মাধ্যমে তার সম্ভাব্য সমাধান বের করা এবং শিক্ষণ-শিখন প্রক্রিয়াকে গতিশীল ও শক্তিশালী করা।

সুতরাং প্রতিফলন নমুনার সাথে কর্মসহায়ক গবেষণার যথেষ্ট মিল রয়েছে। কর্মসহায়ক গবেষণার মাধ্যমে শিক্ষকগণ শ্রেণীকক্ষের কর্মকান্ড যথাযথভাবে সম্পন্ন করার নানা দিক নিয়ে আলোচনা করছেন এবং এতে তাদের পেশাগত উন্নয়ন হচ্ছে, অপরদিকে এতে শিক্ষার্থীরা শিখনের উপযুক্ত পরিবেশ পাচ্ছে ফলে তাদের সার্থক শিখন হচ্ছে। কর্মসহায়ক গবেষণার মাধ্যমে শিক্ষকগণ পাঠদানের কলা কৌশল সংক্রান্ত এবং শিক্ষার্থীদের আচরণ সংক্রান্ত ধারণা পাচ্ছেন যা তাদেরকে নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করবে।

কর্মসহায়ক গবেষণা ও প্রতিফলন নমুনা নিম্নলিখিতভাবে শিক্ষণ-শিখন কাজে সহাযোগিতা প্রদান করে থাকে:

১। দলগত কাজে সহযোগিতা করে, শিক্ষার্থীদের শিখনে সহায়তা করে এবং শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠিত করে। প্রতিফলন নমুনার কাজও ঠিক একই রকম।

২। কর্মসহায়ক গবেষণা শিক্ষককে পাঠদানে শিখন তত্ত্ব প্রয়োগের সুযোগ করে দেয়। প্রতিফলন অনুশীলনের পাঠদানে শিখন তত্ত্ব প্রয়োগের কথা মনে করিয়ে দেয়।

৩। কর্মসহায়ক গবেষণা শিক্ষকদের ভবিষৎবাণী করার দক্ষতা বাড়ায় এবং শ্রেণীতে নানা রকম প্রযুক্তি ও কলা কৌশল প্রয়োগের দক্ষতা উন্নয়ন করে। প্রতিফলন অনুশীলনও একই ভাবে শিক্ষককে সহায়তা করে।

অতএব বলা যেতে পারে প্রতিফলন অনুশীলন এক প্রকার কর্মসহায়ক গবেষণা।

পরিশেষে বলা যায়, শিক্ষকতার মত জটিল পেশাকে সার্থক করার জন্য এবং শিক্ষণ-শিখনের মত জটিল কর্মকান্ডকে সহজ ও প্রাণবন্ত করার জন্য প্রতিফলন অনুশীলন এবং কর্মসহায়ক গবেষণার যথেষ্ট উপযোগিতা রয়েছে। এর মাধ্যমে শিক্ষক যেমন ক্রমান্বয়ে দক্ষতা বাড়াতে পারেন; তেমনি শিক্ষণ-শিখন পরিবেশকেও অনুকূলে আনতে সক্ষম হন।

মূল্যায়ন

১. প্রতিফলন শিখন চক্রটির বর্ণনা দিন।
২. কর্ম সহায়ক গবেষণার ধাপগুলো বর্ণনা করুন।
৩. সূক্ষ্ম প্রতিফলন অনুশীলন এবং কর্ম সহায়ক গবেষণার মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা করুন।
৪. পিটার্স প্রদত্ত প্রতিফলন অনুশীলনের ধাপগুলো বর্ণনা করুন।

সম্ভাব্য উত্তর

পর্ব- ক

নিজে চেষ্টা করুন এবং সহপাঠীদের সাথে মিলিয়ে নিন।

পর্ব- খ

শিক্ষা ব্যবস্থার সাথে সর্ম্পযুক্ত কর্ম সহায়ক গবেষণা (Action Research) যেহেতু শ্রেণীকক্ষে পাঠদানের অসঙ্গতি, অসম্পূর্ণতার সঙ্গে জড়িত তাই এর মধ্যে রয়েছে-

- সমস্যা জড়িত অবস্থাটি চিহ্নিতকরণ।
- ভবিষ্যৎ কার্যপদ্ধতি নির্ধারণ।
- উপাত্ত সংগ্রহকরণ।
- পর্যবেক্ষণ কাজ সম্পাদন।
- সমগ্র পরিস্থিতি পর্যালোচনাপূর্বক ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নির্ধারণ।

সমস্যা চিহ্নিতকরণ পর্যায়ে শিক্ষক-গবেষক নিম্নোক্ত বিষয়সমূহের প্রতি দৃষ্টি দেবেন-

- প্রজেক্ট বা প্রকল্প কাজটি যেন শিক্ষকের নিয়মিত শিক্ষণ কাজ ব্যহত না করে।
- উপাত্ত সংগ্রহ কাজে যেন শিক্ষকের খুব বেশি সময় ব্যয় না হয়।
- গবেষণালব্ধ ফলাফলের নির্ভরশীলতা ও বিশ্বাসযোগ্যতা বজায় থাকে।
- সমস্যাটি এমন হবে যেন এর একটি সম্ভাব্য সমাধান থাকে।
- নীতিগত দিসমূহ যেন সীমারেখা লঙ্ঘন না করে।

কাজেই দেখা যাচ্ছে শিক্ষাক্ষেত্রে শিক্ষক-গবেষক যে ধরনের গবেষণা কাজ পরিচালনা করতে পারেন তার মধ্যে নিম্নলিখিত গুণাবলি থাকবে-

- সমস্যাটি প্রশ্নের আকারে তুলে ধরা সম্ভব হবে।
- বিভিন্ন চলকের মধ্যে সম্পর্ক চিহ্নিত করা যাবে।
- পরীক্ষা কাজ পরিচালনা করার সম্ভাবনা থাকবে।

এবার আমরা পদক্ষেপসমূহ লিপিবদ্ধ করতে পারি-

- সমস্যা চিহ্নিত করা।
- তথ্য সংগ্রহ করা।
- উপকরণ প্রস্তুত করা।
- সাক্ষাৎকার, পর্যবেক্ষণ ইত্যাদির মাধ্যমে কাজ সম্পাদন করা।
- পরবর্তীতে ফল বিশ্লেষণপূর্বক এর ব্যবহার নিশ্চিত করা।